ADARSHA KAJER SANDHANAY (AKAS)

A Centre for human Rights and Women's Development

বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০২২ হইতে জুন ২০২৩

আদর্শ কাজের সন্ধানে (আকাস)

প্রধান কার্যালয়ঃ পি এম এ সাত্তার ভিলা, বাড়ি নং- ২০, কৈলাশ ঘোষ
লেন, আন্ডার গ্রাউন্ড, রাজার দেউরী,
পোস্ট- বাংলাবাজার, থানা কোতয়ালী, ঢাকা- ১১০০

বার্ষিক প্রতিবেদন

আদর্শ কাজের সন্ধানে (আকাস) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নিম্ন লিখিত কার্যক্রম গুলি বাস্তবায়ন করেছে

১. আকাস প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ

গত অর্থ বছরে সংস্থা তার কর্ম অঞ্চলে বিভিন্ন প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করেছে। ৪০ জন প্রতিবন্ধিকে চিহ্নিত করে তাদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পে সংস্থা নিজস্ব ফান্ডে এবং স্থানীয় দাতাদের অনুদানে গত অর্থবছরে ১০ জন প্রতিবন্ধীকে চিহ্নিত করে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষে সহজ শর্তে ঋণ প্রধান সহ আইনীসহায়তা প্রদান করেছে।

২. আকাস গ্রাম ও খামার বনায়ন কর্মসূচী ঃ

(ক) বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করে নিয়মিত জ্বালানী সরবরাহ করা।
(খ) প্রয়োজনীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা।
(গ) আয় বাড়ানো।
(ঘ) গাছ রক্ষা ও ব্যবস্থাপণা বিষয়ে গ্রামের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
(ঙ) গাছ লাগিয়ে মাটির ক্ষয় রোধ করা।
(চ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

৩.আকাস ডব্লিউ টি সি (WTC) ঃ

WTC (মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) এই কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রাম্য মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও ব্লক বাটিকের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। যার সর্বময় সহযোগিতা করেছে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর।

৪. আকাস পশু সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ

পশু পাখি পালনের মাধ্যমে উপকার ভোগীরা নিজেদের পুষ্টি চাহিদা পুরণ ও বাড়তি আয়ের বা কর্মসংস্থানের একটি উপায় খুঁজে পায়। সেই জন্য এ কর্মসূচী দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনে ঋণ এর ব্যবস্থা করেছে যার মাধ্যম প্রশিক্ষিত যুব মহিলাগণ হাঁস - মুরগী, গবাদি পশু পালনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হয়েছে।

৫.আকাস ওয়াটার এন্ড সেনিটেশন ঃ

উপকার ভোগীদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার ব্যবস্থা এ কর্মসুচীর মুল কাজ। এ কর্মসূচীতে জিওবি ডানিডা হাইসাওয়া ফান্ড বিনা মূল্যে গভীর নলকূপ ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা হতদরিদ্রের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং সিডিএফ (কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ফোরাম'র) মাধ্যমে সংস্থা তার কর্মএলাকায় সচেতনতা মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে এবং আর্সেনিক সচেতনতার উপরে বিভিন্ন জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে সচেতনতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৬.আকাস স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মসূচীঃ

জনগণের স্বাস্থ্যহীণতাকে আকাস দরিদ্রের একটি অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য রোগ ব্যাধি ও অপুষ্টির কারণে দীর্ঘ স্থায়ী রুপ লাভ করতে পারছে না। তাই উপকার ভোগীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রশিক্ষণ ও পুষ্টি জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। এ কর্মসূচীতে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র ও শিশুদের জন্য পুণর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। সংস্থা নারী পক্ষের নারীর স্বাস্থ্য অধিকার সংক্রান্ত এ্যাডভোকেসী পার্টনারশীপ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন হাসপাতাল প্রতি মাসে ভিজিট অব্যাহত রাখছে, এর মাধ্যমে হাসপাতালের পারিপার্শিক অবস্থার মান ভাল হয়েছে। এক্সরে মেশিন, দন্ত বিভাগ সচল হয়েছে। পরিবেশিত খাবারের মান ভাল হয়েছে। ডাক্তারগণ হাসপাতাল চলাকালীণ সময়ে রোগীদের নিকট হতে কোন ভিজিট নিচ্ছেনা। হাসপাতালের দুর্বল দিকগুলি পত্রিকায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। পানির অপচয় ও ডিপটিউবলে সবল হয়েছে। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা কমিটির মিটিং সচল হয়েছে। সব মিলিয়ে হাসপাতালের একটি সুন্দর পরিবেশ ফিরে এসেছে এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের অবস্থা সহ ১০টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার সক্ষম দম্পত্তি, গর্ভবতী, ঝুঁকিপূর্ণ, গর্ভকালিন সেবা গ্রহণের মান উন্নত হয়েছে।

৭. আকাস পরিবেশ সম্মত কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম ঃ

সংস্থা বিউক ও কৃষি ফোরাম এর যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের সহযোগিতায় পরিবেশ সম্মত কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম চালুকরে কম্পোষ্ট সারের ব্যবহার ও উন্নত বীজ কীটনাশক নিধন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংস্থা বর্তমান বৎসরে পরিবেশ সম্মত কৃষি উৎপাদন চালু করে।

৮.আকাস নার্সারী কর্মসূচী ও মৎস্য চাষ বাস্তবায়ন ঃ

সংস্থা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সবুজ বেষ্টনী বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক চিন্তা ভাবনা করে। সংস্থা মনে করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রেহাই পাওয়া ইত্যাদির জন্য প্রচুর গাছ লাগানো উচিৎ। তাই এ চিন্তা করে পুষ্টি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সংস্থা নার্সরী ও মৎস্য চাষ প্রকল্প কার্যক্রম চালু করেছে এবং গত অর্থ বছরে বাংলাদেশ সমাজ কল্যাণ পরিষদের আর্থিক সহয়তায় বিভিন্ন ইউনিয়নে উক্ত প্রকল্প চালূ করেছে।

৯.আকাস শিশু অধিকার ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচীঃ টাস্কফোর্স ঃ

সংস্থা ইতি পূর্বে সেভদ্যা চিলড্রেন এলায়েন্স ও স্কোপ বরিশালের সহয়তায় ১। বেঁদে সম্প্রদায় শিশু ২। শ্রম জীবি শিশু ৩। গ্রামের শিশু ৪। ঝুঁকি পূর্ণকর্ম শিশু এই চার শ্রেণীর কিশোরদের নিয়ে ইউনিসেফের সমন্বয়ে ২৫ জন শিশু কিশোরদের নিয়ে আলোচনা সভা করে এনপিএর মাধ্যমে আগামী ১০ বছরের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং সংস্থা গত অর্থবছর থেকে সেভদ্যা চিলড্রেন অষ্ট্রেলিয়ার আর্থিক সহায়তায় জেলায় ফোকাল এনজিও নির্বাচিত হয়ে সমগ্র জেলা থেকে ন্যাশনাল চিলড্রেন টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ) এর ৫১ জন সাধারণ সদস্য সংগ্রহ করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি গঠন করে শিশু অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম, শিশু অধিকার দিবস পালন শিশু অধিকার লংঘিত হলে স্মারকলিপি পেশ থেকে শিশুদের বিভিন্ন অধিকার ভিত্তিক ত্রৈমাসিক মুখপত্র শিশু বাংলা প্রকাশ ও প্রচার এবং ৬৪ জেলার শিশু একাডেমীতে তা প্রেরণ করা। জেলা প্রশাসকসহ সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা ও সিভিল সোসাইটির লোকদের নিয়ে শিশুদের মুখোমুখি অনুষ্ঠান আমরা (জানতে চাই) অনুষ্ঠান সহ শিশুদের জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ব্যাখ্যা সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে কার্যক্রম অব্যাহত রেখে চলছে। ১১ জন নির্বাহী সদস্যদের মধ্যে ২ জন চাইল্ড পার্লামেন্ট সদস্য আছে। যারা শিশুদের জাতীর কংগ্রেসএ শশুদের সমস্যা তুলে ধরে।

১০. আকাস হতদরিদ্র মহিলাদের শীতল পাটি ও নকশি কাঁথা উন্নয়ণ প্রকল্প ঃ

আকাস তার নিজস্ব অর্থায়নে ৫০ জন অসহায় সুবিধা বঞ্চিত বিধবা,স্বামী পরিত্যক্তা, ভূমিহীণ, বিত্তহীণ ও অনগ্রসর নারীদেরকে একত্রিত করে স্বউদ্যোগে স্বাবলম্বী করার দীর্ঘ প্রত্যয় ব্যক্ত করে হত দরিদ্র মহিলাদের শীতলপটি ও নকশি কাঁথা উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু করে। দ্বিতীয় কলকাতা নামে খ্যাত ইতিহাস ঐতিহ্যকে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর সুনাম ও খ্যাতি পৌঁছে দেওয়া সহ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের আর্থিক উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাবে সংস্থা তার বর্ণিত প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রায় সঠিক ভাবে পৌঁছাতে সক্ষম হয় নাই। তবুও সংস্থা দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ প্রকল্প তার নিজস্ব গতিতে ঝিমিয়ে পড়া অবস্থায় চালু রাখতে সক্ষম হয়েছে।

১১. আকাস নারী ও শিশু অধিকার কর্মসূচী ঃ

সংস্থাটি দুর্বার নেটওয়ার্ক নারী পক্ষ, আইন ও শালিশ কেন্দ্র (আশক) বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, প্রশিকা লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন (প্লাস), ব্লাস্ট, হিউম্যান রাইটস এন্ড পীসফর বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন আইনী সহয়তা কেন্দ্র ও নিজস্ব আইন সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্ম অঞ্চলে সমাজের নির্যাতিত অসহায়, হত দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন আইনী সহায়তা প্রদান করে আসছে ইহাছাড়া সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের নিজস্ব ফান্ডে আকাস আইন সহায়তা কেন্দ্র নামে একটি প্রকল্প চালু আছে। যার মাধ্যমে অসহায় নারীদের বিভিন্ন আইনী সহয়তা প্রদান সহ শালিশ ও মধ্যস্থতা করা হয়, এবং প্রয়োজনে সংস্থা নিজস্ব ফান্ডে মামলাও পরিচালনা করে আসছে।

১২. আকাস পরিবীক্ষণ প্রকল্প ঃ

সংস্থা গত অর্থবছরে নারী পক্ষের সহয়তায় নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থাটি কর্মএলাকায় থানা, আদালত ও হাসপাতাল ভিজিট অব্যাহত রয়েছে। সংস্থার ১১ সদস্য বিশিষ্ট নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে সহিংসতার ঘটনা পর্যালোচনা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। প্রয়োজনে মিডিয়ায় প্রচার ও প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১৩. আকাস আইন সহায়তা প্রকল্প ঃ

আকাস অসহায় তৃণমূল হতদরিদ্র নারীদের আইনী সহায়তার কথা ভেবে বিনামূল্যে আইন সহায়তা প্রকল্প নামে ১টি প্রকল্প চালু করেছে। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক যেহেতু ১জন এ্যাডভোকেট তিনি তার নেতৃত্বে জেলার ৫(পাঁচ) জন অভিজ্ঞ এ্যাডভোকেট নিয়ে ১টি প্যানেল আইনজীবী গঠন করেছেন এবং জেলার যেকোন অসহায় তৃণমূল হতদরিদ্র অসহায় নারীগণ উক্ত আইন সহায়তা কেন্দ্রে আসলে বিনামূল্যে আইন সহায়তা পাবেন। সংস্থার নির্ধারিত আবেদন ফরমে বিনামূল্যে প্রথমে আবেদন করলে, প্যানেল আইনজীবীগণ তা পর্যালোচনা করে উভয় পক্ষেকে প্রথমে নোটিশ প্রদান করবেন এবং উভয় পক্ষের শুনানীর দিন ধার্য্য করে শালিস ও মধ্যস্থতা করবেন। বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারন করলে জাতীয় আইনগত সহায়তা কমিটির কার্যালয় প্রশিকা লিগ্যাল এইড ক্লিনিক, ব্র্যাক আইন সহায়তা কেন্দ্র, জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি ও ব্লাষ্টের মাধ্যমে আকাস এর তত্ত্বাবধানে মোকাদ্দমা পরিচালনার মাধ্যমে সমান করে থাকে। কিছু কিছু মোকাদ্দমা আকাস নিজের খরচে পরিচালনা করে থাকে।

১৪. আকাস ভূমি অধিকার সংক্রান্ত এ্যাডভোকেসি প্রকল্পঃ

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। স্বাধীনতার ৩৭ বছর অতিবাহিত হলেও সমগ্র বাংলাদেশ সহ দক্ষিণাঞ্চলের সহজ সরল জনগণ তাদের ভূমি সংক্রান্ত ন্যায্য দাবী, পাওনা ও নিজ জমি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সম্পর্কে

সম্যক কোন ধারণা নেই এই বিষয় কে বিবেচনা করে আকাস এই অর্থ বছরে এ্যাসোসিয়েশন ফরল্যান্ড রিফর্ম (এএলআরডি) নামে ঢাকার একটি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে তাদের সাথে ট্রেনিং পার্টনারশীপ গ্রহণ করে এবং আকাস এর নিজস্ব স্টাফ সহ অন্যান্য স্থানীয় এনজিওর স্টাফদের ভূমি অধিকার সংক্রান্ত সচেতনতা মূলক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৫ দিনের একটি আবাসিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যার ফলে সকল স্টাফদের ও অন্যান্য স্থানীয় এনজিওর স্টাফদের ভূমি অধিকার সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা পায়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্টাফগণ তাদের তৃণমূল পর্যায়ে স্ব স্ব তৃণমূল সদস্যদের নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৫. আকাস প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

প্রশিক্ষিত কর্মী সর্বদাই একটি সংস্থার মূল চালিকা শক্তি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংস্থা কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নারী পক্ষ, ক্যাব, কোডেক, দুর্বার নেটওয়ার্ক, স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভলপমেন্ট, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ইনাফিও বিএনসি, সংকল্প ট্রাস্টসহ আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ও প্রশিকার ওরিয়েন্টেশন কেন্দ্র কৈট্টা, মানিকগঞ্জ থেকে এবং প্রাকটিক্যাল এ্যাকশন বাংলাদেশ বরিশাল অঞ্চল বিউকের সহায়তায় বর্তমান বৎসরে অঞ্চলের কর্মীবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উলানিয়া থেকে তৃণমূল সদস্যদের বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রকল্পের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, শিক্ষাই প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণই শিক্ষা। দক্ষতা বৃদ্ধি, কাজের গতি বৃদ্ধি, সমস্যা চিহ্নিত করণ, সৃজনশীল চিন্তা শক্তির উদ্ভাবণ প্রভৃতি নানাবিধ লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান বৎসরে সংস্থার কর্মীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৬. আকাস গণসাংস্কৃতিক কার্যক্রম ঃ

সংস্থা গত অর্থবছরে প্রশিকার মাধ্যমে প্রিয় মাতৃভুমির বাঙ্গালী স্বত্ত্বা, বাঙ্গালী স্বাধীনতা ও জাতীয়তা বোধ বিকাশে ব্যাপক চিন্তা ভাবনা করে। ভাটিয়ালী, দেশাত্ববোধক গান, জারী পথনাট্য, নাটক, গণসংগীত নৃত্য ইত্যাদি বাস্তবায়নে ও বাঙ্গালী ঐতিহ্যের ধারক, বাহক ও রক্ষায় সংস্থা গণ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালু করেছে।

১৭. আকাস আরবান কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ (ইউসিডিপি)

আদর্শ কাজের সন্ধানে (আকাস) একটি অরাজনৈতিক সমাজ কল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন রকম সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজ তথা সুবিধা বঞ্চিতদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে এই কর্মসূচীর লক্ষ্য। বিভিন্নমূখী কর্মসূচীর মাধ্যমে আরবান কম্যুনিটি ডেভলপমেন্ট একটি অন্যতম কর্মসূচী, যা জেলা/গ্রাম/শহর পর্যায়ে বাহ্যিকভাবে সতেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা দূরীকরণ, যা তাদেরকে আত্মনির্ভর এবং ক্ষমতায়ন করবে। আকাস বিশ্বাস করে যে, দলীয় ও স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে তারা আত্মনির্ভরশীল হবে।

১৮. আকাস শিক্ষা কর্মসূচী ঃ

আকাস জম্মলগ্ন হতেই শিক্ষা কর্মসূচীকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। উন্নয়নের প্রধান কার্যক্রম হিসেবে শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সংস্থার শুরুতে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। আকাস শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য নিজস্ব উপকরণ তৈরী ও বিনাবেতনে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রেখেছে এবং প্রশিকা ও ব্র্যাক এর মাধ্যমে ১০ টি গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু রেখেছে।

এই কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

(ক) নিরক্ষর মা-বোনদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজে অংশ গ্রহণ।

(খ) বয়স্কদের অক্ষরজ্ঞান দিয়ে সচেতন করা ও দৈনন্দিন জীবনের হিসাব করা, চিঠি পত্র লিখতে পড়তে সক্ষম করে তোলা ও উন্নয়ন মূলক কাজে অংশ গ্রহণ করা।
(গ) বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষাদান ও শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা।
(ঘ) শিশু শ্রমের সম্পৃক্ত বা পিছিয়ে পড়া দরিদ্র শিশু কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করা সহ সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা।

১৯. আকাস বনায়ন কর্মসূচী ঃ

দেশকে নির্মল বায়ু ও নির্মল পরিবেশ রক্ষায় সংস্থা তার কর্ম অঞ্চলে গত অর্থ বছরে ৫০০ প্রজাতির বিভিন্ন ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছ রোপন ও ২০০০ গাছ জনগণের মধ্যে বিতরণ করেছে।

➢ কার্যক্রম ও অর্জন

- স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে ২৫টি সেমিনার আয়োজন।
- ১০টি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সচেতনতা কার্যক্রম।

➢ প্রধান প্রকল্প ও কার্যক্রম

- স্কুল পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা।
- নারীদের জন্য স্বনির্ভরতার কর্মসূচি।

➢ চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা কার্যক্রমের চাহিদা বৃদ্ধি।
- প্রস্তাবনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম চালু।
- দীর্ঘমেয়াদী সচেতনতামূলক উদ্যোগ।

আকাস' গত ২৪ বছর ধরে দেশের বিভন্ন জেলায় স্থানীয় অনুদান ও দাতা সংস্থার সহায়তায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংস্থাটি উপদেষ্টা পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ, সাধারণ সদস্য এবং দাতা সংস্থার সহযোগিতা ও পরামর্শের মাধ্যমে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে।

যাত্রাপথে ছোট-বড় নানা বাধার সম্মুখীন হলেও, আকাস তার উন্নয়নমুখী কার্যক্রম থামিয়ে রাখেনি। "মানুষ মানুষের জন্য" এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্থার কর্মীরা নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার মতামত ও পরামর্শ আকাসের কার্যক্রমকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ভবিষ্যতে তাদের সার্বিক সহযোগিতা আকাসকে আরও সফল করতে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পরিশেষে, আকাসের কার্যক্রম দিন দিন আরও প্রসারিত হোক এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হোক এই শুভকামনা রইল।